Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি দৃষ্টিতে সন্তানদের লালন পালন করার ক্ষেত্রে পিতা - মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন সুলতানা আশা

রোলঃ 21500456

৭ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি দৃষ্টিতে সন্তানদের লালন পালন করার ক্ষেত্রে পিতা - মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন সুলতানা আশা

রোলঃ 21500456

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামি দৃষ্টিতে সন্তানদের লালন পালন করার ক্ষেত্রে পিতা - মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন সুলতানা আশা, আইডিঃ 21500456 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি দৃষ্টিতে সন্তানদের লালন পালন করার ক্ষেত্রে পিতা - মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শারমিন সুলতানা আশা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

শারমিন সুলতানা আশা

আইডিঃ 21500456

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৬
সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত	৭
সন্তান লালন পালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য	৮
সন্তান জন্ম নেওয়ার আগে দুইটা করণীয়	৯
সন্তান জন্মের পর ১২ টি করনীয়	১০
শিশুর কানে আযান ও ইকামত দেওয়া	১০
তাহনীক করা	১১
মাথা মুন্ডন করা	১২
শিশুর সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা	১২
আকীক্বাহ করা	১৩
হারাম খাদ্য থেকে দুরে রাখা	১৪
দ্বীন শেখানো	১৪
তাওহীদ ও রিসালত শিক্ষা দেয়া	১৪
কুরআনুল কারীম শিক্ষা দেয়া	১৫
মিথ্যা পরিহার করা	১৬
খাওয়ার আদব শেখানো	১৬
খাৎনা বা মুসলমানি করা	১৬
নামাজের তাগিদ করা	১৭
মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা	১৭
পূর্ণ দু'বছর শিশুকে মায়ের দুধ পান করানো	১৮
দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা না করা	১৯
আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া	২০
যথাযথ প্রতিপালন	২১
শিরক ও কুফরি থেকে দূরে রাখা	২১
দাম্পত্য সম্প্রীতি সংরক্ষণ	২২
সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা	২২
শিশুর কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে থাকা	২৪
সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া	২৬

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বিয়ে দেওয়া ও স্বাবলম্বী করা	৩২
শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি	৩২
উপসংহার	৩৩

ভূমিকা

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করুন, বুঝতে পারবেন, সন্তান কত বড় নিআমত! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? (সূরা নাহল (১৬) : ৭২)

সম্পদের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি পরিবার। তবুও তারা বিষণ্ন। কারণ তাদের কোল উজ্জ্বল করেনি কোনো ফুটফুটে শিশুর নিষ্পাপ হাসি। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের। ইরশাদ হয়েছে,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা শুরা (৪২) : ৪৯-৫০)

সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না। দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। (সূরা আনফাল (৮) : ২৮)

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন,

واعلموا، أيها المؤمنون !إنما أموالكم التي خَوَّلَكُمُوها اللهُ، وأولادُكم التي وَهَبَها اللهُ لكم اختبارٌ وبلاء، أَعْطاكُمُوها ليَختبرَكم بها ويَبتليَكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর। (তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، ...وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، ...أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ... পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।... জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮)

আরেক হাদীসের ঘোষণা,

.ما مِن عبد اسْتَرْعاه اللهُ رعيّةً، فلم يَحُطْها بنصيحة، إلا لم يجدْ رائحة الجنة

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০)

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য।

সন্তান লালন পালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। পিতা-মাতার কর্তব্য হল, সন্তানকে আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা এবং শয়তানের সবধরনের গোলামি থেকে দূরে রাখা। শয়তান চায়, প্রত্যেকটা মানবশিশুকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ই তার অঙ্গিকার ছিল আদমসন্তানকে বিপথগামী করা। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন,

.وَ شَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

যাও তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে যত পার প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা ইসরা (১৭) : ৬৪)

অর্থাৎ শয়তান চাইবে সম্পদ ও সন্তানকে বিপথে পরিচালিত করতে। কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। অভিভাবকের কর্তব্য পালনের মূল পর্বটা এখানে এসেই আবর্তিত হয়।

শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতিতে তা যেন খোদাই হয়ে যায়। গুণীজনেরা যথার্থই বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।' সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার মূল সময় হচ্ছে শৈশব কাল।

আপনার সন্তানকে যদি আপনি দ্বীনদার আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে চান যদি উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারি করতে চান, তাহলে সন্তানের জন্মের পূর্ব থেকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে ধারাবাহিকভাবে।

সন্তান জন্ম নেওয়ার আগে দুইটা করণীয়

১) সন্তানের জন্য ভালো একজন মা নির্বাচন করা। সন্তানের যেমন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য আছে তেমনই পিতা-মাতারও সন্তানের প্রতি কর্তব্য আছে। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যগুলো শুরু হওয়ার আগেই শুরু হয় সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য। এগুলো সন্তানের অধিকার। সন্তান জন্মের আগে থেকেই তার অধিকার শুরু হয়। সন্তানের রয়েছে আদর্শ, দীনদার মায়ের কোলে জন্মগ্রহণের অধিকার। তাই মায়ের জন্য একজন সৎ ও চরিত্রবান বাবা, আর বাবা হলে একজন নেক্কার মা নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। সন্তানের মন-মানসিকতা গঠনের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার মন-মানসিকতার ও প্রভাব থাকে। তাই ভালো সন্তান চাইলে দ্বীন দার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। শরীয়তে এর গুরুত্ব অনেক। বুখারি শরিফের ৫০৯০ নাম্বার হাদিসে বলা হয়েছে যে ,

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়ঃ তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [মুসলিম ১৭/১৫, হাঃ ১৪৬৬, আহমাদ ৯৫২৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭১৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৭১৯)

২) স্বামী স্ত্রী উভয় এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে দুআ পড়া-

বুখারি শরিফের ১৪১ নাম্বার হাদিস, তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর কাছে যায়, যাবার পর স্বামী স্ত্রী যখন এমন সম্পর্কে আবদ্ধ হয় যে সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান আসে তখন স্বামী স্ত্রী উভয় দোয়া পড়বে-

بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থঃ আল্লাহ তা’য়ালার নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি। হে আল্লাহ আমাদিগকে শয়তান হইতে দূরে সরাইয়া রাখুন। এবং আমাদিগকে অদৃষ্টে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে শয়তানকে দূরে হটাইয়া দিন।

এই দু’য়া পড়ার পর যে পন্থা অবলম্বনে সন্তান দুনিয়াতে আসে, ঐ পন্থা অবলম্বনের পর যদি সন্তান দুনিয়াতে আসে নবীজী বলেন- তাকে শয়তান ক্ষতি করতে পারবে না।

সন্তান জন্মের পর ১২ টি করনীয়

১. শিশুর কানে আযান ও ইকামত দেওয়া-

সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে গোসল দিয়ে পরিষ্কার করে তার ডান কানে আযান দেয়া এবং বাম কানে একামত দেয়া সুন্নাহ। এটি পিতা-মাতার উপর এজন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, শিশুর কানে সর্বপ্রথম আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের আওয়াজ পৌঁছে দেয়া এবং ওত পেতে থাকা শয়তান যেন তার কোন ক্ষতি করতে না পারে। সন্তান

ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর সাথে সাথে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিতে হবে। আবু দাউদ শরীফের ৫১০৫ নাম্বার হাদিস;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ - بِالصَّلاَةِ

উবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবু রাফি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাত্বিমাহ (রাঃ) যখন ‘আলী (রাঃ)-এর পুত্র হাসান (রাঃ)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কানে সলাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন।

ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিতে হয়। এই আযান ও ইকামতের মাধ্যমে মূলত তার অন্তরে তাওহীদের বীজ বপন করা হয়। আর এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, এই আযান ইকামত দেওয়ার জন্য কোন পুরুষের দরকার হয় না। যদি সন্তানের মা সুস্থ থাকে তাহলে তিনি দিবেন, না হলে যে সমস্ত মহিলারা ধাত্রী হিসেবে আশেপাশে থাকেন তারা দেবেন এটা তাদের দায়িত্ব। জন্মের শুরুতে যখন এইভাবে তাওহীদের বীজ বপন করে দেওয়া হয় তখন এর প্রভাব তার উপর পড়ে এবং আল্লাহর মেহের বাণীতে তার ঈমান নসিব হয়।

২. তাহনীক করা-

তাহনিক অর্থ খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে সন্তানের মুখে দেয়া। তাহনীক বলা হয় কোন আল্লাহ ওয়ালার মুখের মধ্যে খেজুর দিয়ে উনি খেজুর চাবাবে, চাবানোর পর মুখে যে থুথু হবে সেটা আগে বাচ্চার মুখে দিবে তারপর খেজুরের সামান্য অংশ বাচ্চার মুখের তালুতে লাগিয়ে দিবে। সে চুষে চুষে খাবে। বুখারি শরিফের ৩৯০৯ নাম্বার হাদিসে বর্নিত আছে- হযরত আবু বকর (রা.) এর কন্যা আসমা (রা.) এর সন্তান জন্মগ্রহন করলো; সাহাবায়ে কেরাম বনর্না করেন , আল্লাহর রাসূলের কাছে যাওয়ার পর তিনি খেজুর চাবাইয়া আগে থুথু দিলেন তারপর সামান্য খেজুর তালুতে লাগিয়ে দিলেন।

৩. মাথা মুন্ডন করা-

সপ্তম দিনে তার মাথা মুন্ডন করবে এবং চুলের ওজন অনুযায়ী রুপার মূল্য সদকা করে দিবে। এটা মুস্তাহাব আমল।এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً " . قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ . وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ .

আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়।

৪. শিশুর সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা-

নবজাতক শিশুর জন্য একটি সুন্দর শ্রুতিমধুর ও অর্থবহ নাম রাখা পিতা- মাতার অবশ্য কর্তব্য। নাম রাখার ক্ষেত্রে ছেলেদের নামের বেলায় আল্লাহর গুনবাচক নাম সংযুক্ত করে রাখবে। যেমনঃ আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, এরপর নবী, সাহাবী, তাবিঈ, ওলী-বুযুর্গদের প্রাধান্য দেবে। এগুলো থেকে নাম যদি না রাখে তবে এমন নাম রাখবে যার অর্থ সুন্দর ও ভালো হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে নবীদের স্ত্রী, মহিলা সাহাবিদের নাম খুজবে। পছন্দমতো পাওয়া না গেলে এমন নাম রাখবে যার অর্থ ভালো হয়। অর্থবহ নাম হওয়া নামের সৌন্দর্য। মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে নামের মাধ্যমে। দুনিয়ার এ নামেই পরকালে তাকে ডাকা হবে। এ নামের প্রভাব পড়ে জীবন চলার পথে ও বংশের মধ্যে। রাসূল সা: বলেন : ‘তোমরা যখন আমার কাছে কোনো দূত পাঠাবে তখন সুন্দর চেহারা ও সুন্দর নামবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাঠাবে।’ (তিরমিজি : ২৮৩৯)

ফলে মাতা-পিতার কর্তব্য হলো তার সন্তানের একটি অর্থবহ নাম রাখা। মহানবী (সা.) অর্থবহ নয় এমন অনেক নাম পরিবর্তন করেছেন। যেমন আবদুল ওজ্জা নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন আবদুল্লাহ, আসিয়া নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন জামিলা, বুররা নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'জয়নব'। ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.) বলেন, তাঁর পিতা একদা মহানবী (সা.)-এর দরবারে আসেন। রাসুল (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কী? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, 'হাজন' (শক্ত)। মহানবী (সা.) এ নাম পরিবর্তন করে সাহল (সহজ) রাখতে চাইলে তিনি বলেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা পরিবর্তন করবো না। মুসাইয়্যিব (রহ.) বলেন, এর পর থেকে আমাদের পরিবারে সদা কঠিন অবস্থা ও পেরেশানি লেগে থাকত (সহিহ বুখারি, মিশকাত পৃষ্ঠা-৪০৯)। উত্তম হলো আল্লাহর গুণবাচক নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নাম রাখা। যেমন আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান ইত্যাদি। মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহর কাছে তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। বালিকাদের জন্য উত্তম হলো আমাতুল্লাহ, আমাতুর রহমান ইত্যাদি নাম রাখা।

৫. আকীক্বাহ করা-

আযান ইকামত নাম রাখা ও মাথা মুন্ডানোর পর আকীক্বাহ করতে হবে। আকীক্বাহ সুন্নাত। সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে আকীক্বাহ করা মুস্তাহাব। ছেলে হলে দুটি ভেড়া বা বকরী অথবা গরুতে দুই ভাগ। মেয়ে হলে একটি খাসি বা গরুতে একভাগ। খাসি দ্বারা ছাগল উদ্দেশ্য। খাসি বকরি যাই হোক তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে আর্থিক সংকট থাকলে ছেলের ক্ষেত্রে একটা দিলেও আদায় হয়ে যাবে। সপ্তমদিনে না পারলে চৌদ্দ দিনের মাথায় আকীক্বাহ করবে তাও না পারলে ২১ দিনে করবে। তাও যদি না পারে তাহলে যে কোন দিন করলে আদায় হয়ে যাবে। তবে মুস্তাহাব আকীক্বার দাবি আদায় হবে না। আকীক্বাহ সম্পর্কে হাদিসে আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন-

''শিশু তার আকীক্বাহ'র বিনিময়ে (আল্লাহর নিকট) বন্দক স্বরুপ থাকে। কাজেই সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে আকীক্বাহ করবে, তার মাথা মুন্ডন ও নাম রাখবে।''

(তিরমিযি ১৫২২)

পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে নবজাতকের দেহের ময়লা পরিষ্কার করা, চুল কাটা, চুলের ওজনের সমপরিমাণ রুপা দান এবং সন্তান লাভের শুকরিয়া হিসেবে আকিকা করা। আর এটি সুন্নাহ। হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ স. হাসান রা. পক্ষ থেকে ১টি বকরী আকীকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে ফাতেমা ! তার মাথা মুন্ডন কর এবং চুল পরিমাণ রৌপ্য সদাকাহ কর।" (সুনান আত-তিরমিযী ১৫১৯)

৬. হারাম খাদ্য থেকে দুরে রাখা-

সন্তানের লালন-পালনে ছয় নাম্বার জরুরী বিষয় হলো বাচ্চাকে হারাম খাবার হতে দূরে রাখা। বুখারি শরিফের ১৪৯১ নাম্বার হাদিসে বর্ণিত আছে, হাসান ইবনে আলী রাসূলের (দৌহিত্র) একবার সদকার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন; থু! থু! ফেলে দাও। তুমি জানোনা আমরা সদকা খাইনা!

৭. দ্বীন শেখানো-

বাচ্চা যখন একটু বুঝতে শুরু করবে, একটু একটু বলতে শুরু করবে তখন তাকে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে আলিফ-বা শেখাবে। পাশাপাশি ক-খ ও শেখাবে। এমন যেন না হয় বাংলা-ইংরেজী তো শুরু করে দিলো, কিন্তু আরবির দিকে খেয়াল নেই। এখানে একটা কথা স্বরণ রাখতে হবে তা হচ্ছে আরবি উচ্চারন যদি ছোটবেলা থেকে না শিখে তাহলে বয়স হয়ে গেলে সে যত চেষ্টাই করুক সহীহ উচ্চারণ তার জন্য কঠিন হবে।

তাওহীদ ও রিসালত শিক্ষা দেয়া : শিশু যখন কথা বলা আরম্ভ করবে তখন থেকেই আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীর রিসালত শিক্ষা দিতে হবে। আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, বৃষ্টিতে যে মহান শক্তির হাত তা শুনিয়ে সুকৌশলে তিলে তিলে তার কোমল হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা-বিশ্বাস, ভালোবাসা ও ভীতির বীজ বপন করা একান্ত প্রয়োজন। সন্তান যখন কথাবার্তা বলতে শেখে তখনই তাকে কালেমা শিক্ষা দিতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ স. বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা কথা শুরু করাও এবং মৃত্যুর সময়ও এর তালকিন দাও।' (বায়হাকি)।

প্রিয় নবী স. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে লক্ষ্য করে বলেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখাতে চাই। তুমি আল্লাহর অধিকারের হেফাযত করবে, আল্লাহও তোমার হেফাযত করবেন। যখন কোন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সহযোগিতা চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর জেনে রাখ! যদি পুরো জাতি যদি তোমার কোন উপকার করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তবে তোমার কোন উপকার করতে সক্ষম হবে না, শুধু ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি পুরো জাতি যদি তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তবে তোমার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না, শুধু ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলমের লিখা শেষ হয়েছে এবং কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে।

কুরআনুল কারীম শিক্ষা দেয়া : মাতা-পিতার প্রধান দায়িত্ব হলো স্বীয় সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দান করা। মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (ইবন মাজাহ, বায়হাকি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৪) হযরত আলী রা. বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও। তন্মধ্যে রয়েছে তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা ও কুরআনের জ্ঞান দাও।" [জামিউল কাবীর]

কুরআন শিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। হযরত উসমান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।" [সহিহ বুখারি-৫০২৭] অন্যত্র ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের সন্তানকে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ায়, তার আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর যে সন্তানকে হাফেজ বানাবে, তাকে হাশরের ময়দানে পূর্নিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল করে উঠানো হবে, এবং তার সন্তানকে বলা হবে পড়তে শুরু কর। সন্তান যখন একটি আয়াত পড়বে, তখন পিতার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি

পাবে। এ ভাবে সমস্ত কুরআন পড়া হবে এবং মাতা-পিতার মর্যাদাও শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে

৮. মিথ্যা পরিহার করা-

শিশুদের সাথে কখনো মিথ্যা বলা যাবে না। হাসি-কৌতুক করে রসিকতা করেও কখনো মিথ্যা বলা যাবে না। এমনকি মিথ্যা কথা বলে বাচ্চাদের কান্না-কাটিও থামানো যাবে না। একদিন এক মহিলা সাহাবি একটা বাচ্চাকে ডাক দিলেন 'এদিকে আসো তোমাকে কিছু একটা দিবো' রাসূল (সাঃ) মহিলাকে বললেন তুমি কি আসলেই তাকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করেছিল, না তাকে কাছে আনার জন্য লোভ দেখাচ্ছিলে? ঐ মহিলা বললো 'জি হ্যা ইয়া রাসূলুল্লাহ , সে আসলে আমি তাকে একটি খেজুর দিতাম। রাসূল (সাঃ) বললেন যদি এমন না হতো তাহলে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যা বলার কবীরা গুনাহ লেখা হতো। (আবু দাউদ ২য় খন্ড পৃঃ১৪১)

সুতরাং বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা ছেড়ে দিতে হবে।

৯. খাওয়ার আদব শেখানো-

বাচ্চা যখন থেকে খাওয়া-দাওয়া শুরু করবে, তখন তাকে হাতে ধরে ধরে খাওয়াবে। খাওয়ার আদব শেখাবে- ডান হাতে খাবে, বাম হাতে খাবে না। কেন না – শয়তান বাম হাতে খায়। বিসমিল্লাহ বলে খাবে, আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করবে।

১০. খাৎনা বা মুসলমানি করা-

মাতা-পিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো যথাসময়ে পুত্রসন্তানের খাতনার ব্যবস্থা করা। এটি সুন্নতে ইবরাহিমি এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। হযরত ইবরাহিম (আ.) বৃদ্ধ বয়সে নিজের খাতনা নিজে করেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, স্বভাবসম্মত কাজ পাঁচটি। তার মধ্যে একটি হলো খাতনা। হাদীসে এসেছে, জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. হাসান এবং হুসাইন রা. এর সপ্তম দিবসে আকীকা এবং খাতনা করিয়েছেন।" [আল-মু'জামুল আওসাত, হদিস নং-৬৭০৮] উল্লেখ্য যে, খাতনা উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদি করার কোনো অনুমতি হাদিসে পাওয়া যায়

না। বাচ্চার বয়স যখন ৬/৭ বছর হবে তখন তার খাৎনা-মুসলমানি করাতে হবে। খাৎনা সুন্নতে ইবরাহীম। সর্বপ্রথম খাৎনা হযরত ইবরাহীম (আ.) করেছেন। এই সুন্নতে ইবরাহীম কে আল্লাহ তা'য়ালা এ উম্মতের জন্য পালনীয় করেছেন।

১১. নামাজের তাগিদ করা-

সাতবছর হতেই সন্তানদেরকে ওযু-গোসল, তায়াম্মুম ও নামাজের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নামায যদিও পূর্নাঙ্গ ফরজ পনের বছরে হয়, কিন্তু আগেই এর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে বাচ্চারা সময় মতো নামায পড়বে না এবং নামাযের প্রতি আগ্রহী ও হবে না। বাচ্চাদের নামাযের হুকুম সম্পর্কে হাদিসে বর্নিত রয়েছে-

"আমর ইবনে শুআইব তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন; তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের হুকুম দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। দশ বছর হলে (নামায না পড়লে) বেত্রাঘাত করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবু দাউদ ৪৯৪১)

১২. মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা-

শৈশবকাল থেকেই বাচ্চাদেরকে ভাল পরিবেশে রাখতে হবে। মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে হবে। অসৎ বন্ধু-বান্ধবদের সাহচর্য থেকে বিরত রাখতে হবে। প্রবাদ রয়েছে- সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। এছাড়া ঘরের মধ্যে আমল জারী রাখতে হবে। এভাবে বাদ মাগরিব কিছু তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। চব্বিশ ঘন্টার যে কোন এক সময় অন্তত একবার কিতাবের তা'লীম করতে হবে।

এ ছাড়াও সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আরো অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যেমন:

পূর্ণ দুবছর শিশুকে মায়ের দুধ পান করানো

সন্তানকে মায়ের দুধ পান করানো একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছে ইসলাম। শাল দুধ পান করানোর ব্যাপারেও ইসলাম উৎসাহ প্রদান করে থাকে। যদিও কুসংস্কারের কারণে অনেক পরিবারে তা অমান্য করা হয়। আমাদের প্রিয় নবী (স.) মুসলমান মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তোমরা অন্তরের টুকরাকে দুধ পান করিয়ে শুধু দুনিয়াতেই তার প্রতিদান পাবেনা বরং আখিরতের জীবনেও তোমাদেরকে অপরিসীম সাওয়াব ও পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রিয় নবী (স.) বলেছেন: 'এবং মুসলিম মহিলা যে নিজের সন্তানকে দুধের প্রথম ঢোক পান করায়, একটি মানুষের জীবন দানকারীর ন্যায় সওয়াব পাবে।

শিশু সন্তানকে দুধ দানকারী মহিলাকে প্রিয় নবী (স.) সেই মুজাহিদদের মত বলে বর্ণনা করেছেন যে মুজাহিদ খোদার রাস্তায় অব্যাহতভাবে পাহারা দানে ব্রত থাকে। যদি সেই মহিলা এই সময়ে মারা যায় তাহলে সে শাহাদাতের সওয়াব পায় ।

টিনের দুধ কিংবা গরুর দুধ কখনো মায়ের দুধের বিকল্প হতে পারেনা। যদি সব ধরনের এলার্জি পেটের ব্যথা এবং বদহজম থেকে শিশুকে মুক্ত পেতে চান, তাহলে বুকের দুধ পান করাতে হবে। শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর বুকের দুধ পান করানোর পরই মায়ের শরীর দ্রুত সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে। এছাড়া নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ভূমিষ্ট শিশুর দুর্বলতাও মাতৃদুগ্ধ পানে দূর হয়।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় সন্তানকে মায়ের দুধ পান করানোর বিধান সম্বলিত এক দীর্ঘ আয়াত বর্ণিত হয়েছে। ২৩৩ নং আয়াতে এসেছে,

وَا لْوَا لِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَا دَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَا مِلَيْنِ لِمَنْ اَرَا دَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَا عَةَ ۭ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ ۭ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآ رَّ وَا لِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَا رِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِ نْ اَرَا دَا فِصَا لًا عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَا حَ عَلَيْهِمَا ۭ وَاِ نْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَا دَكُمْ فَلَا جُنَا حَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِا لْمَعْرُوْفِ ۭ وَا تَّقُوا اللّٰهَ وَا عْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"যে ব্যক্তি দুধপান কাল পূর্ণ করাতে ইচ্ছুক তার জন্য মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বৎসরকাল স্তন্য দান করবে। জনকের উপর দায়িত্ব হল ভালভাবে তাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা। কাউকেও সাধ্যের অতিরিক্ত হুকুম দেয়া হয় না, যেন মাকে তার সন্তানের জন্য এবং সন্তানের জন্মদাতাকে সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া না হয় এবং ওয়ারিশের প্রতিও একই রকম নির্দেশ, তৎপর যদি উভয়ের সম্মতি ও যুক্তিক্রমে দুধ ছাড়াতে ইচ্ছে করে, তবে তাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই এবং যদি তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে কোন ধাত্রী দ্বারা দুধ পান করাতে ইচ্ছে কর, তবে তোমাদের প্রতি কোন গুনাহ নেই, যদি তোমরা যা দিতে চাচ্ছিলে তা যথারীতি আদায় করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, তোমরা যা কিছুই কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।"

দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা না করা

সন্তানকে নিজের জীবনের জন্য মুসিবত মনে করা মারাত্মক অপরাধ। মানুষের হাতে গড়া নোংরা সভ্যতা মানুষের মস্তিষ্ক এক কথা বদ্ধমূল করে দিচ্ছে যে, এক বা দুইয়ের অধিক সন্তান দারিদ্রতা বয়ে আনে। সন্তান সুখের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে সুতরাং সন্তানকে পৃথিবীতে আসতে দেওয়া যাবেনা। সন্তান যাতে গর্ভে প্রবেশ করতে না পারে প্রসবকালে গর্ভপাত ঘটানো অথবা গর্ভের সন্তানকে হত্যার ব্যবস্থা করতে হবে। অতীতকালে জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক ঘৃণ্য ব্যবস্থা না থাকায় সন্তান জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই হত্যা করা হতো। ইসলাম এ জঘন্য পাপ থেকে মানুষকে শুধু বিরতই করেনি পিতা-মাতার হৃদয়ে সন্তানের জীবনের মূল্য ও মর্যাদার প্রবল অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করা হতো নিষ্পাপ অবোধ শিশু সন্তানকে। ইসলাম এর নিন্দা জানিয়ে বলেছে, খাদ্যের মালিক তোমরা নও। আল্লাহ অসীম অনুগ্রহ করে তোমাদেরকে খাদ্য দান করেন। অতীতকালে সন্তান হত্যা করা প্রথায় পরিণত হয়েছিল। ইসলাম সেই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। তাদের এবং

তোমাদের জীবিকা আমিই দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।' (সুরা বনি ইসরাঈল : ৩১) আরবে সন্তান হত্যার নিষ্ঠুর কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে রেখেছে।.

আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া

মা-বাবা শৈশবেই সন্তানকে ভদ্রতা, বিনয়, সততা, সত্যবাদিতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, সদাচার প্রভৃতি সুনীতি ও সদাচার শিক্ষা দেবেন। সেজন্য হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) মা-বাবাকে দায়িত্ব পালনে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, 'সন্তানের জন্য বাবার দানের মধ্যে সুন্দর আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উত্তম কিছু নেই।' (সুনানে তিরমিজি)। সন্তানকে নম্রতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া মাতা-পিতার প্রধান দায়িত্ব। মহানবী (সা.) বলেছেন, পিতা স্বীয় সন্তানকে শিষ্টাচার অপেক্ষা উত্তম কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। (তিরমিজি, মিশকাত পৃষ্ঠা-৪২৩)। বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে মাতা-পিতাকেই। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমার প্রকৃত উম্মত নয়। (তিরমিজি, মিশকাত পৃষ্ঠা-৪২৩)। রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করো এবং তাদের আচার ব্যবহার সুন্দর করো। (তারগিব ও তারহিব)

মাতা-পিতাকে নিজেদের আচার ব্যবহার, চাল-চলন, কথা-বার্তা ইত্যাদির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, শিশুর জন্য মাতৃক্রোড় পাঠশালাতুল্য। সে মাতা-পিতার অনেক কিছু অনুকরণ ও অনুসরণ করে। সন্তানের সঙ্গে রাগ করা, চেঁচামেচি করা, গালমন্দ করা ইত্যাদি বৈধ নয়। মহানবী (সা.) বালক আবদুল্লাহর সঙ্গে খানা খাওয়ার সময় শিক্ষা দিয়েছেন, হে বালক! বিসমিল্লাহ পড়ো, কাছের থেকে খাও এবং ডান হাতে খাও।

যথাযথ প্রতিপালন

সন্তানকে যথাযথ প্রতিপালন করা মাতা-পিতার অপরিহার্য কর্তব্য। সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, শিক্ষা, চিকিৎসা, রোগমুক্ত রাখা স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশকল্পে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো মাতা-পিতার কর্তব্য। তার পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানিসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। হজরত আনাস (রা.) বলেছেন—আল্লাহ আমার মাকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। তিনি আমার লালন-পালন ও অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। মহানবী (সা.) ইমাম হাসান-হোসাইনকে চুমু দিতেন। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, জনৈক গ্রামবাসী রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, আপনারা কি শিশুদের চুমু দেন, আমরা তো চুমু দিই না। মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বলেন, আমার কী ক্ষমতা! যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নেন (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই হবে দেশ ও জাতির কর্ণধার। তারা যদি হয় নম্র, ভদ্র, নীতিবান ও চরিত্রবান তবে গোটা সমাজই হবে নীতিবান ও চরিত্রবান। তাই ছোট সময়েই তাদের এভাবে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে—কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস। অর্থাৎ ছোট সময় আদব-কায়দা ঠিক করতে না পারলে বড় হলে ঠিক করা যাবে না।

শিরক ও কুফরি থেকে দূরে রাখা

শিরক ও কুফরি অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। সেজন্য মা-বাবা সন্তানের অত্যন্ত উপযোগী যুক্তিতে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞানদান করবেন। হজরত লোকমান (আ.) তার সন্তানকে নসিহত করেছেন, ‘হে আমার সন্তান। তুমি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক অত্যন্ত ভয়াবহ জুলুম।’ (সুরা লোকমান : ১৩)

দাম্পত্য সম্প্রীতি সংরক্ষণ

শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ ও যথাযথ বেড়ে ওঠার জন্য মা-বাবা নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। কখনোই শিশুর সামনে কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করবেন না, ঝগড়া করবেন না।

সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা

পিতা-মাতার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে

ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكّ فيهن :دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.

তিন ব্যক্তির দুআ কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পিতা-মাতার দুআ, মুসাফিরের দুআ ও মজলুমের দুআ। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০১৯৬)

সন্তান মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবার দুআর বড় ভূমিকা রয়েছে। এজন্য নবীগণ তাদের সন্তানদের জন্য দুআ করতেন। কুরআন মাজীদে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একাধিক দুআর বিবরণ এসেছে। যেমন

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ.

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করেছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। (সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩৫)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরো দুআ করেন,

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ، رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন। (সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৪০)

মারইয়াম রা. ভূমিষ্ঠ হলে তার ও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার মা দুআ করেছিলেন,

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ ...وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ، وَ اِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ.

অতঃপর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে বলল,... আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। (সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৬)

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দুআ-রোনাযারি করবে সন্তানের জন্মের আগ থেকেই, সন্তান কামনার সময় থেকেই। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ফরমান,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِیَّا رَبَّهٗ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً، اِنَّكَ سَمِیْعُ الدُّعَآءِ.

এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দুআ শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৮)

তিনি আরো দুআ করেন হে প্রভু! আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করুন। এবং বলেন,

وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا.

হে রব! তাকে এমন বানান, যে (আপনার) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। (সূরা মারইয়াম (১৯) : ৬)

অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্বেই তিনি নেক সন্তান কামনা করে দুআ করেছেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ভূমিষ্ঠের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন,

رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন। (সূরা আসসাফ্ফাত (৩৭) : ১০০)

হযরত মারইয়াম (আঃ).-এর জন্মের পূর্বে তার মা দুআ করেছিলেন,

رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ، اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি (সকল কিছু) শোন ও (সকল বিষয়ে) জান। (সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩৫)

সন্তানের জন্য নেক দুআ করা নেককার মুমিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর খাছ বান্দাদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলে,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান (২৫) : ৭৪)

সুতরাং সন্তানের জন্য বেশি বেশি নেক দুআ করতে থাকা। তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। কেননা তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।

শিশুর কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে থাকা

জন্মের পর থেকে নবজাতকের কানে এমন সব শব্দবাক্য বলতে থাকা, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত পয়দা করবে এবং দ্বীন-ধর্মের ভালবাসা সৃষ্টি করবে। এজন্যই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া হয়।

আবু রাফে রা. বলেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি ফাতেমা রা.-এর পুত্র হাসান ইবনে আলীর জন্ম হলে তার কানে আযান দিয়েছেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১০৫, জামে তিরমিযী, হাদীস ১৫৯৪)

আযানের মধ্যে কী আছে? আযানের প্রথম চারটি বাক্যে আছে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা, পরের দুটি বাক্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও শিরকমুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য, এর পরের দুটি বাক্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং তাঁর আদর্শকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি, তার পরের দুটি বাক্যে রয়েছে নামায তথা আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত। পরবর্তী দুটি বাক্যে রয়েছে সফলতার প্রতি আহ্বান। সর্বশেষে পুনরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীজীর রিসালাতের ঘোষণা।

সুতরাং অভিভাবকের কর্তব্য, শিশুর কানে সুযোগে সুযোগে এমন শব্দ-বাক্য দেওয়া, যা শিশুর হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ জাগ্রত রাখবে, তাঁর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা বৃদ্ধি করবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং আখেরাতের কামিয়াবির জন্য তার মন-মানসিতাকে প্রস্তুত করবে।

সালাফে সালেহীন তথা মহান পূর্বসূরীগণ তাঁদের সন্তানদেরকে ছোট বেলায় দ্বীনের মৌলিক অনেক বিষয় শিখিয়ে দিতেন। তাঁদের একটা নীতি ছিল,

كانوا يستحبون أن يُلَقِّنُوْا الصبي يُعْرِبُ أولَ ما يتكلم يقول: لا إله إلا الله سبع مرات، ويكون ذلك أول شيء يتكلم به.

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ শিশু স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে সক্ষম হলে তার কানের নিকট সাতবার لا إله إلا الله পড়তেন। ফলে শিশু সর্বপ্রথম যা উচ্চারণ করত তা হল لا إله إلا الله । (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, বর্ণনা ৩৫১৯; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ৭৯৬৭)

মোটকথা, প্রিয় সন্তান যেন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য শিশুকাল থেকেই মেহনত করতে হবে। তাকে আল্লাহর গুণাবলির কথা, তাঁর একত্ববাদের কথা, নবীগণের ঘটনাবলি, সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য নেককার বান্দাদের কর্ম ও বাণি শোনাতে হবে।

সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া

সুন্দর উপদেশ কী? এখানে আমরা এর দু'টি নমুনা পেশ করছি,

ক. হযরত লুকমান হাকীম-এর নাম কে না জানে! তিনি ছিলেন কুশ্রী, নাক চেপটা, ঠোঁট মোটা, হাবাশীদের চেয়েও কালো। ছিলেন কাঠমিস্ত্রি এবং এক ব্যক্তির গোলাম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৭০৫-৭০৬)

লুকমান রা.-এর যবান থেকে সবসময় প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী উৎসারিত হত। এজন্য তিনি হাকীম তথা প্রজ্ঞাবান অভিধায় ভূষিত হন।

তিনি ছিলেন নেককার বান্দা, আল্লাহর ওলী। তাঁর হেকমতপূর্ণ কথাগুলো আল্লাহর খুব পছন্দ। তিনি নিজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তা এত পছন্দ হয় যে, তিনি কুরআনে কারীমে তা উল্লেখ করে তার বাণীকে চির অমর করেছেন। যুগে যুগে যা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উত্তম উপদেশের উত্তম নমুনা হয়ে থাকবে। কুরআন মাজীদে সূরা লুকমানের ১৩ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত এর বিবরণ এসেছে। উপদেশগুলো হচ্ছে :

১. সন্তানকে তাওহীদ ও একত্ববাদ তথা আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। এই কথার শিক্ষা দেওয়া। এটি ছিল সন্তানের প্রতি লুকমান হাকীমের প্রথম উপদেশ।

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, হে বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। (সূরা লুকমান (৩১) : ১৩)

২. ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপদেশ। বান্দা যেখানেই থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন, তার সম্পর্কে সবকিছু জানেন। সন্তানের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেওয়া।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

হে বাছা! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনও পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা লুকমান (৩১) : ১৬)

৩. আল্লাহর আনুগত্যের উপদেশ। নিজে আল্লাহর ফরমাবরদারি করা ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যকেও সে পথে আনার প্রচেষ্টা করা। এ পথে কষ্ট ও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে সবর করা।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ، اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। (সূরা লুকমান (৩১) ১৭)

৪. আত্মশুদ্ধি, বিশেষকরে অহংকার থেকে কলবকে পরিষ্কার রাখার প্রতি সন্তানের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান (৩১) : ১৮)

৫. সন্তানকে উত্তম আখলাকে দিক্ষীত করা।

وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর। (সূরা লুকমান (৩১) : ১৯)

লুকমান হামীক তাঁর সন্তানকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন এর শব্দে শব্দে নিহিত রয়েছে গভীর মর্ম।

খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে রয়েছে আদর্শ শিশু গঠনের উত্তম নির্দেশনা। নবীজী শিশু ইবনে আব্বাসকে যে নসীহত করেছিলেন তা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে ডেকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসালেন। এরপর তার পিঠে হাত রাখলেন এবং বললেন,

يا غلامُ !ألا أعلمك كلماتٍ ينفعُك الله بهن!

প্রিয় বৎস! আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দিব, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন?

এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু ইবনে আব্বাসকে কিছু গুরত্বপূর্ণ নসীহত পেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বড় হওয়ার পর সেগুলো অন্যদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

১. আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

احفظ الله يحفظْك، احفظ الله تجده أمامك.

তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করো, আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯)

অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো, তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলে সচেষ্ট হও, বিপদ-আপদে তিনি তোমার পাশে থাকবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন।

২. আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও মহব্বত লাভ করা।

تعرّف إليه في الرّخاء يعرِفْك في الشدة.

সুখের সময় আল্লাহকে চেন, (তাঁর কথা স্মরণে রাখো) দুঃখের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪)

অর্থাৎ সুখ ও আনন্দের সয়ম আল্লাহ তাআলার ইবাদত-উপাসনা করে তাঁর মহব্বত ও পরিচয় অর্জন করো, দুঃখ ও মসিবতের সময় তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

৩. আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং একমাত্র তাঁর উপর ভরসা করা।

إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعِن بالله.

যখন চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে। আর যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৬৯)

অর্থাৎ কম-বেশি, ছোট-বড় যত কিছু তোমার প্রয়োজন হয়, সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শরণাপন্ন হবে। তাঁর কাছেই চাইবে।

৪. আল্লাহ ছাড়া কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই।

واعلم أن الأمة لو اجْتَمَعَت على أن يَنْفَعُوْك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كَتَبَه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يَضُرّوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

জেনে রেখো, জগতের সকল মানুষ মিলে যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। পৃথিবীর সবাই একত্র হয়ে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে এর চেয়ে বেশি পারবে না, যা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। (প্রাগুক্ত)

৫. তাকদীর ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।

رُفعت الأقلام وجَفّت الصحُف.

(তাকদীর লেখার) কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফা শুকিয়ে গেছে। (এতে আর রদবদল হবে না।) (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ তোমার জীবনে ভালো ও মন্দ, আনন্দ ও বেদনার যত অবস্থা আসবে সব লেখা হয়ে গেছে এবং সে লেখা চূড়ান্ত করে ফেলা হয়েছে। এতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং সুখ ও দুঃখ সব হালতেই তুমি আল্লাহর ফায়সালার উপর রাজি থাকো।

واعلم أن ما أَصابك لم يكُنْ ليُخْطِئَك، وأن ما أخْطأَك لم يكن ليُصِيْبَك.

স্বারণ রেখো, তোমার কাছে (ভালো বা মন্দ) যা এসেছে তা তোমার থেকে দূর হওয়ার ছিল না এবং যা তোমার থেকে ছুটে গেছে তা তোমার নিকট আসার ছিল না। (মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাদীস ৬৩৬; আলআদাব, বায়হাকী, হাদীস ৭৫৮)

৬. দুনিয়া পরীক্ষার জায়গা। বিভিন্ন সময় বান্দা বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। তখন সবর করা।

واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرَج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.

জেনে রেখো, অপ্রীতিকর অবস্থায় ধৈর্যধারণে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। নিশ্চয় সবর করলে সাহায্য আসে, কষ্টের পর আরাম আসে এবং সংকটের পর প্রশস্ততা আসে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৮০৩; আলআহাদীসুল মুখতারা ১০/২৪)

লক্ষ করুন, একেকটা নসীহত কত মূল্যবান! একটি শিশুর হৃদয়ে যদি এ উপদেশমালা গেঁথে যায় জীবনের সফলতার জন্য আর কী চাই! প্রতিটি নসীহতই আলোকবর্তিকা। এভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিশু ইবনে আব্বাসের ঈমানী মানস গঠন করেছেন।

নবীজীর নসীহতের পূর্বাপর লক্ষ করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সামনে আসবে। তা হল, শিশুর সামনে নসীহত পেশ করার আগে সে যেন আগ্রহের সাথে তা কবুল করে সে অবস্থা ও মানসিকতা তৈরি করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হঠাৎ করে শিশু ইবনে আব্বাসকে নসীহত শোনাতে আরম্ভ করেননি। এর আগে ইবনে আব্বাস রা.-কে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছেন।

তিনি তাকে নিজ সওয়ারীতে উঠিয়েছেন। নিজের সাথে বসিয়েছেন। এতে শিশু ইবনে আব্বাসের মন ভরে উঠেছে। নবীজীর প্রতি একটা টান তৈরি হয়েছে। তারপর তার

পিঠে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এরপর 'ইয়া গোলাম' বলে আদুরে সম্বোধন করেছেন। তারপর উপদেশ পেশ করার আগেই সেগুলোর লাভ শুনিয়ে দেওয়া, উপদেশের প্রতি আগ্রহি করে তুলেছেন 'এগুলো দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে।' এসবের পর যখন ইবনে আব্বাস রা.-এর মনে পুরোপুরি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তখন একটা একটা করে সবকটি নসীহত পেশ করেছেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে তা হল, শিশুকে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজের লাভের বিবরণ দেওয়া। যাতে নিজ আগ্রহে সে কাজটি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.-কে শুধু আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সাথে সাথে এর লাভ বলেছেন যে, এতে করে আল্লাহ তোমার সঙ্গে থাকবেন, তোমার সাহায্য করবেন।

তদ্রূপ শিশুকে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে এ কাজের ক্ষতির দিকটাও আলোচনা করা। এতে করে শিশুর মনে মন্দ স্বভাবের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগ্রত হবে।

লুকমান হাকীমের হেকমতপূর্ণ উপদেশগুলো আবার একটু লক্ষ করুন, যে কয়টি কাজ থেকে তিনি সন্তানকে বিরত রাখতে চেয়েছেন, প্রত্যেকটির সাথে ঐ আচরণের মন্দ দিকেরও বর্ণনা দিয়েছেন।

শিরক সম্পর্কে বলেছেন, নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম। অহংকারের ব্যপারে বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনও দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উচুঁ কর্কশ আওয়াজের ব্যাপারে বলেছেন,নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর হচ্ছে গাধার স্বর।

সুতরাং আমরা শিশুদের প্রতি শুধু ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেই থেমে যাব না; বরং এর সাথে ভালোর লাভ ও মন্দের ক্ষতির কিছু কিছু দিকও তার সামনে তুলে ধরব। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তাওফীক দানকারী।

বিয়ে দেওয়া ও স্বাবলম্বী করা

সন্তান বিয়ের উপযুক্ত হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সন্তানকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বিয়ের উপযুক্ত সন্তানের বিয়ের ব্যাপারে জোরালো তাগিদ দিয়ে বলেছেন'সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তার বিয়ে দিয়ে দাও। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিয়ে না দিলে সন্তান যদি কোনো পাপে লিপ্ত হয় তবে তার জন্য সন্তানের বাবাও দায়ী হবে। (বায়হাকি)।সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা মাতা-পিতার অন্যতম দায়িত্ব। মহানবী (সা.) তিনটি কাজ দ্রুত করতে বলেছেন—১. ওয়াক্ত হলে নামাজ পড়া, ২. ছেলে-মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ের ব্যবস্থা করা, ৩. জানাজা উপস্থিত হলে জানাজা পড়া। (তিরমিজি ও মিশকাত)।

শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসীহতগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, শিশুর জীবন গঠনের জন্য তিনি যে বিষয়টির প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন তা হল, আল্লাহর সাথে শিশুর সম্পর্ক কায়েম করে দেওয়া। শিশুর জীবন সরল পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য এর চেয়ে সহজ ও সুন্দর পদ্ধতি আর কী হতে পারে!

শিশুকে বিভিন্ন উপলক্ষে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দিন। সুস্বাদু ফল খাওয়ার পর বলুন, আব্বু! দেখেছ, আল্লাহ আমাদের জন্য কী মিষ্টি ফল সৃষ্টি করেছেন! মজাদার খাবার গ্রহণের পর বলুন, বাবা! আমরা যদি নামায পড়ি, কুরআন শিখি, আল্লাহর হুকুম মেনে চলি তাহলে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদেরকে এর চাইতেও বেশি মজাদার খাবার দান করবেন।

শিশুর মাঝে সৎ স্বভাব জাগ্রত করতে তাকে বলুন, সত্য কথা বল, আল্লাহ খুশি হবেন। মানুষের খেদমত কর, আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত দান করবেন।

মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে বলতে পারেন, মিথ্যা বল না, কারণ আল্লাহ মিথ্যুককে পছন্দ করেন না। ঝগড়া-বিবাদ কোরো না, তাহলে আল্লাহ নারায হবেন।

সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে, তাকে বলুন, মাশাআল্লাহ, তুমি একটা ভালো কাজ করেছ। আল্লাহ তোমার প্রতি অনেক খুশি হয়েছেন; যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের খুব ভালবাসেন। কোনো মন্দ কিছু করলে বলতে পারেন না, এমন আর করবে না, এতে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

এভাবে তার মনে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করুন। তাহলে আশা করা যায়, সন্তান সাচ্চা মুমিন ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তানদের আপনার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করুন। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের তাওফীক দান করুন আমীন।

উপসংহার

সন্তানের জন্য সবচেয়ে আপন হলো মাতা-পিতা। তদ্রূপ মাতা-পিতার জন্য সবচেয়ে আপন হলো সন্তান। সুসন্তান পার্থিক জীবনে সুখ-শান্তির এবং পরকালে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। মহানবী (সা.) বলেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন থেকে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু তিনটি আমল অবশিষ্ট থাকে। (এ সবের পুণ্য সে মৃত্যুর পরেও প্রাপ্ত হবে।) ১. সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব, ২. মানবের উপকৃত জ্ঞানের পুণ্য এবং ৩. নেক সন্তানের দোয়া (মুসলিম, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩২)।সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদি। মাতৃগর্ভে সন্তানের বৃদ্ধি শুরুর সময় হতে বড় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। সুসন্তান পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি এবং পরকালে মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। জনৈক ব্যক্তিকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসীন করা হলে সে অবাক হয়ে বলবে, এমন মর্যাদা কোন আমলের বিনিময়ে পেলাম? আমি তো এত সৎ আমল করিনি। বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের প্রার্থনার কারণেই

তোমাকে এ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। (ইবনে মাজাহ : ৩৬৬০)।মানুষ মৃত্যুবরণ করলে সৎ সন্তানের দুয়া পিতামাতার উপকারে আসে (সহিহ মুসলিম: ১৬৩১, মিশকাত ২০৩) নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি সন্তানদেরকেও বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"হে মুমিন গন! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষান হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেস্তাগন। তারা আল্লাহ তা'য়ালা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয় তাই করে।"(সূরা তাহরীমঃ০৬)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় মানুষ দুনিয়ার ব্যাপারে যেমন কেবল নিজে বাঁচার চিন্তা করে শেষ করে না। বরং সন্তানাদিকেও বাঁচাবার চেষ্টা করে। দুনিয়ার কোন দুঃখ যেন নিজেকে, নিজের সন্তানাদিকে কোন অবস্থাতে স্পর্শ না করে সে জন্য যেমন প্রানান্তর চেষ্টা করে, ঠিক তেমনিভাবে আখিরাতের ব্যাপারে ঐ একই চেষ্টা করতে হবে। যেন কোন অবস্থাতেই তাদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে না পারে। অনেক লোক দেখা যায় মাশাআল্লাহ ভাল দীনদার, নামাজি, মসজিদে প্রথম কাতারে নামাজ পড়ে। তাকবীরে উলা ধরার চেষ্টা করে , তাহাজ্জুদ, নফল, আওয়াবীন, চাশত, ইশরাক সবই পড়ে। কিন্তু দেখা গেল ছেলে নামাজ পড়ে না মেয়ে পর্দা করে না স্ত্রী শরিয়ত মোতাবেক চলে না। এতে তার কোন চিন্তা-অস্থিরতা নেই। কোন মাথা ব্যাথা নেই; বরং তারা জবাব দেয়, পরিবেশ খারাপ, যামানা খারাপ, ছেলে মেয়ে কথা শুনে না। এ ধরনের বিভিন্ন রকমের কথাই আমরা বলি। এক দু'বার আদেশ করেই মনে করি আমার দায়িত্ব শেষ। অথচ নবীদের দিকে তাকালে দেখা যায় হযরত নূহ (আ.) তার ছেলে কেলানকে নয়শ বছর একাধারে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাতেও তিনি ক্ষান্ত হননি; বরং যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসলো- "হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দূরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবে না , যা তুমি জানো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে , তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবে না।" তখন হযরত নূহ (আ.) দাওয়াত বন্ধ করে দিলেন এবং এর পরেই সে ধংস্ব হয়ে গেল। আর আমরা

এক দু'বার আদেশ করেই মনে করি আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। আসলে বিষয়টা এতো সহজ নয়। এতো সহজে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

আমরা কথায় বলি-জামানা খারাপ, পরিবেশ খারাপ, সমাজ খারাপ আসলে কোনটাই খারাপ নয়; বরং আমাদের স্বভাবই খারাপ। তাই একটি সুস্থ সমাজ জাতি কে উপহার দিতে হলে একটা সুস্থ পরিবার গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। আর সুস্থ ও সভ্য পরিবার গড়ে তুলতে হলে সন্তান লালন-পালনে ইসলাম আমাদের যে হিদায়াত, যে দিকনির্দেশনা দিয়েছে সে অনুযায়ী ধারাবাহিক তা'লীম-তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের কে আদর্শ সন্তান রুপে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে এ সন্তান দ্বারা আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। আল্লাহ'র দরবারেও আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111389797/